প্রশ্ন। বাংলা নাটকের বিকাশে বিজন ভট্টাচার্যের ভূমিকা আলোচনা করো।
বা, বাংলা নাট্যসাহিত্যের অগ্রগতিতে বিজন ভট্টাচার্যের ভূমিকা আলোচনা করো।
বা, বিজন ভট্টাচার্যের হাতেই বাংলা গণনাট্যের সূচনা — মন্তব্যটির আলোকে বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকৃতিত্ব পর্যালোচনা করো।

উঃ- আধুনিক বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য, বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের হোতা ছিলেন। তিনি একাধারে নাটককার, নাটকপরিচালক ও অভিনেতা। ১৯৪০-এর দশকে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হলে, গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে তাঁর নাট্যজীবনের শুরু হয়। গতানুগতিক বাণিজ্যিক থিয়েটারের নাট্যাভিনয়ের ধারা থেকে স্বতন্ত্র যে জীবনমুখী ও সংগ্রাম মুখর নাট্য আন্দোলনের সূচনা করেছিল ফ্যাসি-বিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘ এবং তার সাংস্কৃতিক শাখা ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ — বিজন ভট্টাচার্য তার প্রথম সারির নাট্যকর্মী ছিলেন।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ তাদের ভাবে, ভাবনায়, চেতনায় ও সংগ্রামে প্রগতিশীল জীবনদ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটিয়ে নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ে এক যুগান্তকারী সূচনা করেছিল। বিজন ভট্টাচার্যের নাটকরচনা, অভিনয় ও পরিচালনা সর্বাঙ্গীন রূপলাভ করেছিল এই গণনাট্য আন্দোলনের মাধ্যমে। এই আন্দোলনই তাঁকে গঠিত করেছিল নট-নাটককার-পরিচালক রূপে। যে কারণে তিনি বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়।

তাঁর নাটকের মুখ্য বিষয় ছিল কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের জীবন সংগ্রাম ও বাঁচবার লড়াই। বহু বিচিত্র সংলাপ, কাব্যিক ব্যঞ্জনা, আবার জীবনদ্বন্দ্বে মুখর তাঁর নাটকগুলিকে করে তুলেছে আস্বাদনীয়। বিজন ভট্টাচার্যের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল —

'আগুন' (১৯৪৩), 'জবানবন্দী' (১৯৪৩), 'নবান্ন' (১৯৪৪), 'জীয়নকন্যা' (১৯৪৭), 'মরাচাঁদ' (১৯৪৬), 'গোত্রান্তর', 'ছায়াপথ' (১৯৬১), 'দেবীগর্জন' (১৯৬৬), 'ধর্মগোলা' (১৯৬৭), 'কৃষ্ণপক্ষ' (১৯৬৬), 'গর্ভবতী জননী' (১৯৬৯)

'আজ বসন্ত' (১৯৭০), 'লাশ ঘুইরা যাউক' (১৯৭০), 'চলো সাগরে' (১৯৭২) হাঁসখালির হাঁস (১৯৭৬)।

বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক 'আগুন', এটি গণনাট্য সঙ্ঘেরও প্রথম নাটক, ১৯৪৩-এ মঞ্চস্থ হয়। কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি শ্রেণির মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার কয়েকটি খণ্ডচিত্র বিন্যস্ত হয়েছে এই নাটকে। এরপরই 'জবানবন্দী' প্রকাশ পায় ও ১৯৪৪-এ অভিনীত হয়। দরিদ্র কৃষক পরিবারের দৈনন্দিন অনাহার জীবনের গল্প এই নাটকের বক্তব্য।

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' (১৯৪৪) বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা, ৪২-শের আগস্ট আন্দোলন, প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, পঞ্চাশের মন্বন্তরের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় 'নবান্ন' রচিত। গণনাট্য আন্দোলন এবং বিজন ভট্টাচার্যের নাটক বাংলা নাট্যরচনা ও অভিনয়ের ধারায় দিক পরিবর্তনের পালা বদল ঘটিয়ে দিল।

'নবান্ন' নাটক সমাজ বাস্তবতা ও মননশীলতার এবং নব জীবনদর্শন। ১৯৪৪-এর ২৪ অক্টোবর 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে নবান্নের ১ম অভিনয় থেকেই নাট্যাভিনয় জগতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। চারের দশকের সূচনা, বিয়াল্লিশের আগুনঝরা দিনগুলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভয়ংকর মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে; পঞ্চাশের মন্বন্তর তার করাল বাহু প্রসারিত করে দিয়েছে সারা দেশের ওপর, দুর্ভিক্ষ কালোবাজারী আর অন্নাভাব মানুষের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বর্বর মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে; আর আগস্ট আন্দোলনের ইঙ্গিতে, দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মানুষ ক্রুদ্ধ গর্জনে ফেটে পড়ছে — এরই সাথে ইংরেজ ভারত ছাড়ো রবে মুখর। আর এই অগ্নিভ প্রত্যয় রূপ পেল 'নবান্ন' নাটকে।

'নবান্ন' নাটক সম্বন্ধে নাট্যকার বলেছেন যে — 'যে সেদিন অন্ন ছিলো না, নিরন্নের মুখ চেয়ে আমি নবান্ন লিখেছিলাম। নাটক আরম্ভ করেছিলাম ১৯৪২ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান আগস্ট আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে। বিদেশী শাসকের অত্যাচার ও মন্বন্তরের মধ্যে এবং কালোবাজারী মুনাফাখোরদের নির্মমতায় যে কৃষকদের শোচনীয় জীবনধর্ম ও দুরবস্থা এবং গ্রাম পরিত্যাগ করে একমুঠো অন্নের জন্য কলকাতার রাস্তায় ভিখারির মত ঘুরে বেড়ানো এবং শেষ পর্যন্ত নতুন ধানের উৎসবে নবান্নের

P.T.O

প্রাণচেতনায় আনন্দে বেঁচে ওঠা'। আমিনপুর গ্রাম এবং শহর বা কলকাতার কাহিনি পরিব্যাপ্ত।

'মরাচাঁদ' চব্বিশ পরগনার এক অন্ধ গায়কের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে। 'গোত্রান্তর' নাটকের বিষয় দেশবিভাগের ফলে মানুষের বেদনা দুঃখবোধ। একজন বাস্তুচ্যুত স্কুলশিক্ষক তার অভিজাত সম্মানের আসন থেকে বিচ্যুত হয়ে কেমন করে বস্তিতে এসে মজুর ও শ্রমিক-জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে এই নাটকে। 'দেবীগর্জন' নাটকে জোতদার প্রভঞ্জনের শোষণ, চাষীদের শোচনীয় জীবনচর্যা এবং শেষ পর্যন্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধ এই নাটকের বিষয়। 'গর্ভবতী জননী' তাঁর আরো একটি প্রসিদ্ধ নাটক। নাটকটিতে গ্রামীন কৃষক জীবন তাঁর সামগ্রিক রূপে বিশ্বাসে, আচরণে, সংগ্রামে ও অসহায়তায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে নাট্যকার লেখনী ধারণ করেছেন 'লাস ঘুইরা যাউক' নাটকে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাট্যরচনায় মৌলিক নাটকের চেয়ে বিদেশী নাটকের অনুবাদ, রূপান্তর, ভাবানুবাদের যে জোয়ার দেখা দিয়েছিল, সেই স্রোতে বিজন ভট্টাচার্য গা না ভাসিয়ে নিয়মিত বাংলা মৌলিক নাটক লিখে গেছেন, বাঙালি জীবন ও সাধারণ বাঙালি মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, শাসন-শোষণ এবং লড়াই-সংগ্রামের কথাগুলি নিয়ে। সেখানে তিনি অনন্য — তিনি অনবদ্য। বাংলার নিজস্ব নাট্যরচনার পথসন্ধানকারী-দের তিনি অগ্রতম।